‘তোমাদের মধ্যে উত্তম সেই ব্যক্তি যে নিজে কুরআন শিখে ও অন্যকে শিখায়’ (বুখারী)

আরবী ক্বায়েদা

১ম ভাগ

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

www.ahlehadeethbd.org

আরবী ক্বায়েদা

১ম ভাগ

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

Contents

আরবী ক্বায়েদা (১ম ভাগ)

প্রকাশক

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া, রাজশাহী-৬২০৩

হা.ফা.বা. প্রকাশনা-৮

ফোন : ০২৪৭-৮৬০৮৬১, ০১৭৭০-৮০০৯০০।

قواعد الحروف العربية (الجزء الأول)

تأليف: الأستاذ الدكتور/محمد أسد الله الغالب

الأستاذ (المتقاعد) فى العربى، جامعة راجشاهى الحكومية

الناشر : حديث فاؤنديشن بنغلاديش

(مؤسسة الحديث بنغلاديش للطباعة و النشر)

১ম প্রকাশ

মার্চ ১৯৯৭ খৃ.

নতুন সংস্করণ

রবীউল আখের ১৪৩৯ হি./পৌষ ১৪২৪ বাং/জানুয়ারী ২০১৮ খৃ.

২য় সংস্করণ

জুমাদাল ঊলা ১৪৩৯ হি./মাঘ ১৪২৪ বাং/জানুয়ারী ২০১৮ খৃ.

॥ সর্বস্বত্ব প্রকাশকের ॥

মুদ্রণে

হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া (আমচত্বর), রাজশাহী।

নির্ধারিত মূল্য

৩০ (ত্রিশ) টাকা মাত্র।

ARABI QUAIDAH (Part-1) by **Dr. Muhammad Asadullah Al-Ghalib.** Professor (Rtd) of Arabic, University of Rajshahi, Bangladesh. Published by: **HADEETH FOUNDATION BANGLADESH.** Nawdapara (Aam chattar), Airport Road, Rajshahi, Bangladesh. Ph. 88-0247-860861, 88-01770-800900. E-mail : tahreek@ymail.com. Web : www. ahlehadeethbd.org.

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
ভূমিকা	৪

আরবী ক্বায়েদা

সবক-১ : আরবী বর্ণমালা	৫
সবক-২ : আরবী হরফ সমূহ ব্যবহারের পদ্ধতি	৭
সবক-৩ : মাখরাজ সমূহ	৮
সবক-৪ : হরকত	১১
সবক-৫ : তানভীন	১৩
সবক-৬ : সুকূন	১৫
সবক-৭ : তাশদীদ	১৭
সবক-৮ : মাদ্দ	১৭
সবক-৯ : নূন সাকিন ও তানভীন পাঠের নিয়ম	১৯
সবক-১০ : গুন্নাহ	২১

যরূরী জ্ঞাতব্য সমূহ

১. চারটি কালেমা	২২
২. আক্বীদা : ঈমানে মুজমাল	২৩
৩. ঈমানে মুফাছ্ছাল, যার স্তম্ভ ৬টি	২৩
৪. আল্লাহ্র পরিচয়	২৪
৫. হযরত মুহাম্মাদ *(ছল্লাল্ল-হু 'আলাইহে ওয়া সাল্লাম)*-এর পরিচয়	২৪
৬. কুরআন ও হাদীছ	২৪
৭. নুযূলে কুরআন	২৫
৮. ইসলামের পরিচয়	২৫
৯. ইসলামের ৫টি স্তম্ভ	২৫
১০. চারজন শ্রেষ্ঠ রাসূল ও তাঁদের প্রাপ্ত কিতাব সমূহের নাম	২৫
১১. জান্নাত ও জাহান্নামের পরিচয়	২৫
১২. আমপারা অংশ	২৬
১৩. ছালাতের সংক্ষিপ্ত নিয়ম	২৮
১৪. উপদেশমালা	৩২

بسم الله الرحمن الرحيم

ভূমিকা

নাহ্মাদুহূ ওয়া নুছল্লী ‘আলা রসূলিহিল কারীম। আম্মা বা‘দ-

দেরীতে হ’লেও **‘আরবী ক্বায়েদা’** নতুন সংস্করণ প্রকাশ করতে পেরে আমরা আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করছি। *আলহামদুলিল্লাহ*। আরবী পৃথিবীর সকল ভাষা গোষ্ঠীর মা। আরবী আমাদের আদি পিতা-মাতা আদম ও হাওয়ার ভাষা। আরবী জান্নাতের ভাষা, পবিত্র কুরআন ও হাদীছের ভাষা। আরবী আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ *ছল্লাল্ল-হু ‘আলাইহে ওয়া সাল্লাম*-এর মাতৃভাষা। আরবী না জানলে ইসলামের প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব নয়। তাই আরবী ভাষা শেখার আগে তার হরফ ও হরকত সমূহের উচ্চারণ ও ব্যবহারের ক্বায়েদা বা পদ্ধতি সমূহ জানা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য। নইলে ভুল উচ্চারণে ভুল অর্থ হয় এবং তাতে কঠিন গুনাহের আশংকা থাকে। সে কারণ **‘হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ’** বিষয়টির প্রতি গভীরভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। আশা করি বাজারে প্রচলিত ক্বায়েদা সমূহের সাথে অত্র ক্বায়েদার অনন্য বৈশিষ্ট্য সমূহ সুধী পাঠকবৃন্দ সহজেই বুঝতে পারবেন।

নতুন সংস্করণে বইটি ১ম ও ২য় শ্রেণীর জন্য দু’ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এছাড়াও এই সঙ্গে ‘তাজবীদ শিক্ষা’ নামে পৃথক আরেকটি বই প্রকাশিত হ’ল। অত্র বই সমূহে কোন ছবি ব্যবহার করা হয়নি। কেননা শিশু মনে কেবল আরবী বর্ণমালা রেখাপাত করুক, এটাই আমাদের কাম্য।

অত্র ‘আরবী ক্বায়েদা’ ‘হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড’-এর অধীন মক্তব ও মাদরাসা সমূহের পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত। নিরক্ষরতা দূরীকরণ প্রচেষ্টার সাথে সাথে আমরা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক বিশুদ্ধ আক্বীদা ও ইসলামী শিক্ষার আলো ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে চাই। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন!

সচিব
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

بسم الله الرحمن الرحيم

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।

আরবী ক্বায়েদা

[শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ ছাত্র-ছাত্রীদের নখ-চুল-দাঁতসহ পোষাকের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা যাচাই করবেন।]

সবক-১

আরবী বর্ণমালা : আরবী বর্ণমালা ২৯টি। হরফের ডানে এক দাগে এক আলিফ ও তিন দাগে তিন আলিফ টেনে পড়বে। শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ প্রতিটি হরফ অন্ততঃ ১০ বার করে মাশ্‌ক্ব করাবেন। যাতে শিক্ষার্থীর উচ্চারণ সঠিক ও সুন্দর হয়। উল্লেখ্য যে, ফারসী বা উর্দূ বর্ণমালায় বে, তে, ছে বলা হয়। কিন্তু আরবী বর্ণমালায় বা, তা, ছা বলা হয়ে থাকে।

د দা---ল دَاْلْ	خ খ- خَا	ح হা- হায়ে হুত্বি حَا	ج জী---ম جِيْمْ	ث ছা- ثَا	ت তা- تَا	ب বা- بَا	ا আলিফ اَلِفْ
ط ত্ব- طَا	ض য---দ ضَاْدْ	ص ছ---দ صَاْدْ	ش শী---ন شِيْنْ	س সী---ন سِيْنْ	ز ঝা- زَا	ر র- رَا	ذ যা---ল ذَاْلْ
م মী---ম مِيْمْ	ل লা---ম لَاْمْ	ك ছোট কা---ফ كَاْفْ	ق বড় ক্ব---ফ قَاْفْ	ف ফা- فَا	غ গঈ---ন غَيْنْ	ع ‘আঈ---ন عَيْنْ	ظ য- ظَا

		ي ইয়া- মা'রূফ ے ইয়া- মাজহূল, يَا	ء হামযাহ هَمْزَةْ	ہ ھ ہ হা- হায়ে হাউয়ায هَا	و ওয়া---ও وَاوْ	ن নূ---ন نُوْنْ

পড়ার নিয়ম : আলিফ খালি বা-এর নীচে এক নুকতা, তা-এর উপর দু'নুকতা, ছা-এর উপর তিন নুকতা, জীমের নীচে এক নুকতা, হা খালি খ-এর উপর এক নুকতা, দাল খালি যাল-এর উপর এক নুকতা, র- খালি ঝা-এর উপর এক নুকতা, সীন খালি শীন-এর উপর তিন নুকতা, ছ-দ খালি য-দ-এর উপর এক নুকতা, ত্ব- খালি য-এর উপর এক নুকতা, 'আঈন খালি গঈন-এর উপর এক নুকতা, ফা-এর উপর এক নুকতা, বড় ক্ব-ফ-এর উপর দু'নুকতা, ছোট কাফ, লাম ও মীম খালি নূন-এর উপর এক নুকতা, ওয়াও, হা ও হামযা খালি ইয়া-র নীচে দু'নুকতা।

অনুশীলনী :

ب ج ت د ز ش ط خ ق ح

ء س ر ظ ل و ف ص ك ن

ي هـ ض ث ا ذ ع م غ ه

মাশ্‌ক্ব :

আরবী বর্ণমালার উচ্চারণ শিখানোর সময় শিক্ষার্থীকে দরায গলায় কমপক্ষে ১০ বার করে প্রতিটি হরফ নিম্নোক্ত নিয়মে মাশ্‌ক্ব করাবেন।-

(১) আলিফ (ا) ও হামযায় (ء) কোন টান হবে না।

(২) ১২টি হরফের উচ্চারণে এক আলিফ টান হবে।- ب ت ث ح خ ر ز ط ظ ف ه ي যেমন বা-, তা-, ছা-, হা- ইত্যাদি। এক আলিফ সমান একটি স্বাভাবিক শ্বাস।

(৩) ১৫টি হরফের উচ্চারণে তিন আলিফ টান হবে। ج د ذ س ش ص ض ع غ ق ك ل م ن و যেমন জী---ম, দা---ল, যা---ল ইত্যাদি।

সবক-২

ক্বাওয়ায়েদুল হুরূফ বা আরবী হরফ সমূহ ব্যবহারের পদ্ধতি :

আরবী শব্দের ভিত্তি হ'ল ৫টি : হরফ, হরকত, তানভীন, সুকূন ও তাশদীদ। এছাড়াও রয়েছে মাদ্দ। যেগুলি উচ্চারণের ক্বায়েদা বা নিয়ম সমূহ না জানলে আরবী ভাষা শিক্ষা সম্ভব নয়। সেকারণ আরবী বর্ণমালা ও তার উচ্চারণ পদ্ধতি সঠিক ও উত্তমভাবে জানার জন্য তাজবীদ শিক্ষা প্রয়োজন।

তাজবীদের ছন্দ (এটি শিক্ষার্থীদের সমস্বরে ভালভাবে মুখস্থ করাবেন)।-

(১) পাঁচটি বিষয় জেনে নিলে কুরআন পড়া সহজ হয়
হরফ, হরকত, তানভীন, সুকূন, তাশদীদ যাকে বলা হয়।
উপুড় পিঠে তিনমুখ বা ফাঁকা পেট গোলাকার
সূঁচের ন্যায় তিনটি মাথা যেন করাতের ধার
প্রথমটিকে 'সুকূন' বলে কেউ বলেন 'জযম' (ـْ ـٛ)
শেষেরটিকে 'তাশদীদ' বলে আল্লাহ করুন রহম। (ـّ)
ছোট্ট দাগের যবর ও যের উপরে নীচে থাকে (ـَ ـِ)
মাথা মোটা পেশ বাবু উপরে বসেন জেঁকে। (ـُ)
দুই যবর, যের ও পেশ-কে 'তানভীন' বলা হয় (ـً ـٍ ـٌ)
নূন সাকিন এদের মাঝে লুকিয়ে যে রয়।
আরবীতে 'হরফ' বলে বাংলাতে 'বর্ণ' কয়
আরবী ভাষায় বর্ণমালা ঊনত্রিশটিতে হয়।

....

(২) ওয়াও, আলিফ, ইয়া-কে 'মাদ্দের হরফ' বলে (و ا ي)
এক আলিফ টেনে পড় অন্যের সাথে পেলে।

(৩) আলিফ খালি ডাইনে যবর ইয়া সাকিন ডাইনে যের
ওয়াও সাকিন ডাইনে পেশ আর খাড়া যবর খাড়া যের (بَا بُوْ بِيْ ـٰ ـٖ)
আর যদি উল্টা পেশ কোথাও দেখতে পাও (ـٗ)
নিশ্চিন্তে এক আলিফ টেনে পড়ে যাও।

(৪) একই শব্দে মাদ্দের পরে হামযাহ পাওয়া গেলে
চার আলিফ টেনো তথায় 'মাদ্দে মুত্তাছিল' জেনে। (يَشَآءُ)

(৫) প্রথম শব্দের শেষ হরফ মাদ্দযুক্ত হলে
আর পরের শব্দের শুরুতে হামযাহ যদি মেলে,
তিন আলিফ টানবে তখন 'মাদ্দে মুনফাছিল' জেনে। (اِنَّآ اَعْطَيْنٰكَ)

(৬) আরবী বর্ণের প্রতিবর্ণ বাংলায় সম্ভব নয়
তাই পড়ার সময় মাখরাজের খেয়াল রাখা চাই।
সঠিক উচ্চারণ না হ'লে অর্থ পাল্টে যায়
তাতে জেনো পাঠকের কঠিন গোনাহ হয়।

(৭) আরবী ভাষা শিখবো মোরা জান্নাত পাবার তরে।
আল্লাহ তুমি দয়া কর বান্দার উপরে।

[বিঃ দ্রঃ আলিফ হরফটি সাকিন বা হরকতযুক্ত হ'লে তা হামযায় পরিণত হয়।]

সবক-৩

মাখরাজ সমূহ :

'মাখরাজ' অর্থ উচ্চারণস্থল। আরবী হরফের বিশুদ্ধ উচ্চারণের জন্য 'মাখরাজ' জানা আবশ্যক। হরফগুলি মুখ গহ্বরের ৫টি স্থান হ'তে বের হয় : কণ্ঠনালী, জিহ্বা, ঠোঁট, মুখ গহ্বর ও নাকের বাঁশি। সঠিক উচ্চারণ না হ'লে ক্বিরাআত সঠিক হয় না। আরবী বর্ণমালার মাখরাজ প্রসিদ্ধ মতে ১৭টি। যথা-

(১) و ا ي (ওয়াও, আলিফ, ইয়া) এ তিনটি হরফ মুখ গহ্বর হ'তে বাতাসের সাথে উচ্চারিত হয়। এগুলিকে 'মাদ্দের হরফ' বলে। যা অন্য হরফের সাথে মিললে এক আলিফ টেনে পড়তে হয়। যেমন بَا بُوْ بِيْ। উদাহরণ সমূহ :

عَلِيْمٌ	زِيْنَةٌ	دِيْنٌ	رَا	وَاقِعٌ	اٰتَيْنَا	فَعَلُوْا	رَسُوْلٌ	نُوْرٌ

(২) ه ء (হামযাহ, হায়ে হাউয়ায) বর্ণ দু'টি হাল্ক্ব বা কণ্ঠনালীর <u>শুরু</u> থেকে উচ্চারিত হয়।

যেমন- اَ اِ اُ؛ هَ هِ هُ- اَهْ اِهْ اُهْ

উদাহরণ সমূহ :	وُجُوْهٌ	اِهْدِنَا	فَاَلْهَمَهَا	مَوْطِئًا	بِئْسَ	اَرَءَيْتَ

(৩) ع ح ('আঈন, হায়ে হুত্ত্বি) বর্ণ দু'টি হাল্ক্ব-এর <u>মধ্যস্থল</u> হ'তে উচ্চারিত হয়। যেমন-

عَ عِ عُ- اَعْ اِعْ اُعْ؛ حَ حِ حُ- اَحْ اِحْ اُحْ-

উদাহরণ সমূহ :	قَرْحٌ	يَحْسَبُ	حَسِبَ	وَاسِعٌ	يَعْمَلُ	عَمِلَ

(৪) غ خ (গঈন, খ) বর্ণ দু'টি হাল্ক্ব-এর <u>শেষভাগ</u> হ'তে উচ্চারিত হয়। যেমন-

غَ غِ غُ- اَغْ اِغْ اُغْ؛ خَ خِ خُ- اَخْ اِخْ اُخْ-

Contents

উদাহরণ সমূহ :	طَبْخٌ	يَخْلُفُ	خَلَفَ	زَيْغٌ	يَغْلِبُ	غَلَبَ

(৫) ق (বড় ক্ব-ফ) বর্ণটি জিহ্বা মূল ও ঐ বরাবর উপরের তালুর সাথে লাগিয়ে কাক-এর আওয়াযের ন্যায় মোটা শব্দে উচ্চারিত হয়। যেমন- قَ قِ قُ- اَقْ اِقْ اُقْ- بَقْ بِقْ بُقْ

উদাহরণ সমূহ :	فَرْقٌ	اِقْرَأْ	قَالَ

(৬) ك (ছোট কাফ) বর্ণটি জিহ্বা মূলের একটু পরে ও ঐ বরাবর উপরের তালুর সাথে লাগিয়ে চিকন শব্দে উচ্চারিত হয়। যেমন- كَ كِ كُ- اَكْ اِكْ اُكْ- بَكْ بِكْ بُكْ

উদাহরণ সমূহ :	نُسُكٍ	يَكْتُبُ	كَتَبَ

(৭) ج ش ي (জীম, শীন, হরকতযুক্ত ইয়া) এই তিনটি বর্ণ জিহ্বার মধ্যস্থল ও ঐ বরাবর উপরের তালুর সাথে লাগিয়ে উচ্চারিত হয়। যেমন- جَ جِ جُ- اَجْ اِجْ اُجْ؛ شَ شِ شُ- اَشْ اِشْ اُشْ؛ يَ يِ يُ- اَيْ اِيْ اُيْ উদাহরণ সমূহ :

حَيٌّ	بَيْنَ	يَكُوْنُ	فِرَاشٌ	يَشْرَكُ	شَرِكَ	حَرَجٌ	يَجْعَلُ	جَعَلَ

(৮) ض (য-দ) বর্ণটি জিহ্বার গোড়ার কিনারা ও ঐ বরাবর উপরের দন্তমাড়ির সাথে লাগিয়ে কষ্টকরভাবে উচ্চারিত হয়। যেমন- ضَ ضِ ضُ- اَضْ اِضْ اُضْ- بَضْ بِضْ بُضْ

উদাহরণ সমূহ :	مَرَضٌ	يَضْرِبُ	ضَرَبَ

(৯) ل (লাম) বর্ণটি জিহ্বার অগ্রভাগ ও উপরের দন্ততালুতে লাগিয়ে উচ্চারিত হয়।

যেমন- لَ لِ لُ- اَلْ اِلْ اُلْ- بَلْ بِلْ بُلْ

উদাহরণ সমূহ :	فَاعِلٌ	يَلْبَثُ	لَبِثَ

(১০) ن (নূন) বর্ণটি জিহ্বার অগ্রভাগ ও উপরের দন্ততালুতে লাগিয়ে ‘নাকি’ সুরে উচ্চারিত হয়।

যেমন- نَ نِ نُ- اَنْ اِنْ اُنْ- بَنْ بِنْ بُنْ

Contents

উদাহরণ সমূহ :	حَسَنٌ	اَنْعَمْتَ	نَفْسٌ

(১১) ر (র-) বর্ণটি জিহ্বার ডগা ও ঐ বরাবর উপরের দন্ততালুর সঙ্গে লাগিয়ে উচ্চারিত হয়।

যেমন- رَ رِ رُ- اَرْ اِرْ اُرْ- بَرْ بِرْ بُرْ

উদাহরণ সমূহ :	طَهُوْرٌ	اَرْضٌ	رَحْمَةٌ

(১২) ط د ت (ত্ব-, দাল, তা) বর্ণ তিনটি জিহ্বার অগ্রভাগ ও উপরের দন্ততালুতে লাগিয়ে উচ্চারিত হয়। যেমন- طَ طِ طُ- اَطْ اِطْ اُطْ؛ دَ دِ دُ- اَدْ اِدْ اُدْ؛ تَ تِ تُ- اَتْ اِتْ اُتْ

উদাহরণ সমূহ :

مَوْتًا	تَتْلُوْ	تَبِعَ	عَبْدًا	زِدْنِيْ	دَخَلَ	فُرُطًا	اَطْهَرُ	طَيْرًا

(১৩) ظ ذ ث (য-, যাল, ছা) বর্ণ তিনটি জিহ্বার অগ্রভাগ ও উপরের সম্মুখ দাঁতের অগ্রভাগের সাথে লাগিয়ে নরমভাবে উচ্চারিত হয়।

যেমন- ظَ ظِ ظُ- اَظْ اِظْ اُظْ؛ ذَ ذِ ذُ- اَذْ اِذْ اُذْ؛ ثَ ثِ ثُ- اَثْ اِثْ اُثْ উদাহরণ সমূহ :

غَيْثًا	اَثْمَرَ	ثِيَابٌ	لِوَاذًا	بِاِذْنِهٖ	ذَهَبَ	فَظًّا	نَظْرَةً	ظَهَرَ

(১৪) ص ز س (ছ-দ, ঝা, সীন) বর্ণ তিনটি জিহ্বার অগ্রভাগ, নীচের সম্মুখ দাঁতের কিনারা এবং উপরের দন্ততালু মিলিয়ে শব্দ করে উচ্চারিত হয়। যেমন- صَ صِ صُ- اَصْ اِصْ اُصْ؛ زَ زِ زُ- اَزْ اِزْ اُزْ؛ سَ سِ سُ- اَسْ اِسْ اُسْ উদাহরণ সমূহ :

فَرَسٌ	يَسْرِقُ	سَرَقَ	فَوْزٌ	يَزْرَعُ	زَرَعَ	نَقْصٌ	يَصْبِرُ	صَبَرَ

(১৫) ف (ফা) বর্ণটি নীচের ঠোঁটের মধ্যস্থল ও উপরের সম্মুখ দাঁতের অগ্রভাগ মিলিয়ে উচ্চারিত হয়। যেমন- فَ فِ فُ- اَفْ اِفْ اُفْ- بَفْ بِفْ بُفْ

উদাহরণ সমূহ :	ضَيْفٌ	يَفْتَحُ	فَتَحَ

(১৬) ب م و (বা, মীম, হরকতযুক্ত ওয়াও) এই তিনটি বর্ণ দুই ঠোঁটের মিলনে উচ্চারিত হয়।

যেমন- بَ بِ بُ-اَبْ اِبْ اُبْ؛ مَ مِ مُ-اَمْ اِمْ اُمْ؛ وَ وِ وُ-اَوْ اِوْ اُوْ উদাহরণ সমূহ :

كُفُوًا	اَسْتَوْدِعُ	وَدَعَ	قَوْمٌ	يَمْنَعُ	مَنَعَ	ثَوَابٌ	يَبْصُرُ	بَصُرَ

(১৭) نّ مّ (মীম ও নূনে মুশাদ্দাদ) অর্থাৎ তাশদীদযুক্ত মীম ও নূন-এর মাখরাজ হ'ল নাকের বাঁশি বা 'খায়শূম'। যা গুন্নাহ বা 'নাকি' সুরে উচ্চারিত হয়। যেমন- اَمَّ اِمَّ اُمَّ؛ اَنَّ اِنَّ اُنَّ

উদাহরণ সমূহ :	لَتَقْرَءُنَّ	مُطْمَئِنٌّ	لَاَمْلَئَنَّ	هَلُمَّ	يُؤَمِّنُ	أَمَّنَ

বিঃ দ্রঃ শিক্ষকগণ মাখরাজ অনুযায়ী প্রতিটি হরফ কমপক্ষে ১০ বার সরবে বিশুদ্ধভাবে মাশ্ক্ব করাবেন।

সবক-৪

হরকত : যবর, যের ও পেশকে হরকত বলা হয়। যা দ্রুত উচ্চারিত হয়। হরফ-এর উপরে যবর ও পেশ (اَ اُ) এবং নীচে যের (اِ) বসে। কখনো হরফের উপর তানভীন, সুকূন বা তাশদীদ বসে।

(ক) যবরযুক্ত হরফ সমূহ :

اَ بَ تَ ثَ جَ حَ خَ دَ ذَ رَ زَ

سَ شَ صَ ضَ طَ ظَ عَ غَ فَ قَ كَ

لَ مَ نَ وَ هَ لَاَ ءَ يَ ـَے-

(খ) যেরযুক্ত হরফ সমূহ :

اِ بِ تِ ثِ جِ حِ خِ دِ ذِ رِ زِ

سِ شِ صِ ضِ طِ ظِ عِ غِ فِ قِ كِ

لِ مِ نِ وِ هِ ءِ يِ ـِے-

(গ) পেশযুক্ত হরফ সমূহ :

أُ بُ تُ ثُ جُ حُ خُ دُ ذُ رُ زُ

سُ شُ صُ ضُ طُ ظُ عُ غُ فُ قُ كُ

لُ مُ نُ وُ هُ ءُ يُ ےُ-

(ঘ) যবর, যের ও পেশ তিনটি হরকত একসাথে :

اَ اِ اُ   بَ بِ بُ   تَ تِ تُ   ثَ ثِ ثُ   جَ جِ جُ   حَ حِ حُ   خَ خِ خُ

دَ دِ دُ   ذَ ذِ ذُ   رَ رِ رُ   زَ زِ زُ   سَ سِ سُ   شَ شِ شُ   صَ صِ صُ

ضَ ضِ ضُ   طَ طِ طُ   ظَ ظِ ظُ   عَ عِ عُ   غَ غِ غُ   فَ فِ فُ   قَ قِ قُ

كَ كِ كُ   لَ لِ لُ   مَ مِ مُ   نَ نِ نُ   وَ وِ وُ   هَ هِ هُ   ءَ ءِ ءُ   يَ يِ يُ   ےَ ےِ ےُ-

(ঙ) হরকতযুক্ত সমুচ্চারিত হরফ সমূহ :

নিম্নের সমুচ্চারিত হরফগুলির মাখরাজ ও ছিফাত সহ উচ্চারণের পার্থক্য ভালভাবে বুঝিয়ে দিন ।-

تُ طُ	تِ طِ	تَ طَ	بُ وُ	بِ وِ	بَ وَ
جُ ذُ	ج ذِ	جَ ذَ	ثُ سُ	ثِ سِ	ثَ سَ
حُ هُ	ح هِ	حَ هَ	جُ زُ	ج زِ	جَ زَ
سُ صُ	سِ صِ	سَ صَ	ذُ زُ	ذِ زِ	ذَ زَ
ضُ دُ	ضِ دِ	ضَ دَ	شُ سُ	شِ سِ	شَ سَ
ظُ ذُ	ظِ ذِ	ظَ ذَ	ضُ ظُ	ضِ ظِ	ضَ ظَ
ءُ يُ	ءِ يِ	ءَ يَ	قُ كُ	قِ كِ	قَ كَ
يُ عُ	يِ عِ	يَ عَ	ءُ عُ	ءِ عِ	ءَ عَ

দুই হরকত বিশিষ্ট শব্দ সমূহ :

		مَعَ	لِيَ	لَكَ	بِكَ	لَهُ	بِهِ	هِيَ	هُوَ

তিন হরকত বিশিষ্ট শব্দ সমূহ :

رَغِبَ	ذَعَرَ	دَفَعَ	خَبُثَ	حَبَسَ	جَرَحَ	ثَلَثَ	تَفَلَ	بَلَغَ	أُذِنَ
فَرَشَ	غَمِطَ	عَبُدَ	ظَفِرَ	طَبَعَ	ضَبَطَ	صَدَقَ	شَرَفَ	سَرَقَ	زَجَرَ
		يَسُرَ	هَجَرَ	وَثَقَ	نَبَذَ	مَكَثَ	لَبِثَ	كَبُرَ	قَدِمَ

সবক-৫

তানভীন : দুই যবর, দুই যের ও দুই পেশকে ‘তানভীন’ (ـٌ ـٍ ـً) বলা হয়।

(ক) দুই যবর বিশিষ্ট তানভীনের মাশ্ক্ব :

ضًا	صًا	شًا	سًا	زًا	رًا	ذًا	دًا	خًا	حًا	جًا	ثًا	تًا	بًا	اً
	يًا-	ءً	هًا	وًا	نًا	مًا	لًا	كًا	قًا	فًا	غًا	عًا	ظًا	طًا

(খ) দুই যের বিশিষ্ট তানভীনের মাশ্ক্ব :

ضٍ	صٍ	شٍ	سٍ	زٍ	رٍ	ذٍ	دٍ	خٍ	حٍ	جٍ	ثٍ	تٍ	بٍ	إٍ
	يٍ-	ءٍ	هٍ	وٍ	نٍ	مٍ	لٍ	كٍ	قٍ	فٍ	غٍ	عٍ	ظٍ	طٍ

(গ) দুই পেশ বিশিষ্ট তানভীনের মাশ্ক্ব :

ضٌ	صٌ	شٌ	سٌ	زٌ	رٌ	ذٌ	دٌ	خٌ	حٌ	جٌ	ثٌ	تٌ	بٌ	أٌ
	يٌ-	ءٌ	هٌ	وٌ	نٌ	مٌ	لٌ	كٌ	قٌ	فٌ	غٌ	عٌ	ظٌ	طٌ

(ঘ) দুই যবর, দুই যের ও দুই পেশ বিশিষ্ট তানভীনের একত্রে মাশ্ক্ব :

خًا خٍ خٌ	حًا حٍ حٌ	جًا جٍ جٌ	ثًا ثٍ ثٌ	تًا تٍ تٌ	بًا بٍ بٌ	اً اٍ اٌ

صًاصٍصٌ	شًاشٍشٌ	سًاسٍسٌ	زًازٍزٌ	رًارٍرٌ	ذًاذٍذٌ	دًادٍدٌ
قًاقٍقٌ	فًافٍفٌ	غًاغٍغٌ	عًاعٍعٌ	ظًاظٍظٌ	طًاطٍطٌ	ضًاضٍضٌ
ءًءٍءٌ	هًاهٍهٌ	وًاوٍوٌ	نًانٍنٌ	مًامٍمٌ	لًالٍلٌ	كًاكٍكٌ
						يًايٍيٌ-

(ঙ) তানভীনযুক্ত সমুচ্চারিত হরফ সমূহ :

تٌ طٌ	تٍ طٍ	تًا طًا	بٌ وٌ	بٍ وٍ	بًا وًا
جٌ ذٌ	جٍ ذٍ	جًا ذًا	ثٌ سٌ	ثٍ سٍ	ثًا سًا
حٌ هٌ	حٍ هٍ	حًا هًا	جٌ زٌ	جٍ زٍ	جًا زًا
سٌ صٌ	سٍ صٍ	سًا صًا	ذٌ زٌ	ذٍ زٍ	ذًا زًا
ضٌ دٌ	ضٍ دٍ	ضًا دًا	شٌ سٌ	شٍ سٍ	شًا سًا
ظٌ ذٌ	ظٍ ذٍ	ظًا ذًا	ضٌ ظٌ	ضٍ ظٍ	ضًا ظًا
ءٌ يٌ	ءٍ يٍ	ءًا يًا	قٌ كٌ	قٍ كٍ	قًا كًا
يٌ عٌ	يٍ عٍ	يًا عًا	ءٌ عٌ	ءٍ عٍ	ءًا عًا

দুই যবর বিশিষ্ট তানভীনের শব্দ সমূহ :

كَرْبًا	قَوْلًا	لَفْظًا	فَرْضًا	دَخْلًا	جَهْلًا	ثَمَنًا	تَبْعًا	بُعْدًا	أَبَدًا

দুই যের বিশিষ্ট তানভীনের শব্দ সমূহ :

فَلَكٍ	فَلَقٍ	مَوْزٍ	لَوْذٍ	دُهْنٍ	جَبَلٍ	ثَمَرَةٍ	تِجَارَةٍ	بَصَرٍ	أَجَلٍ

দু'ই পেশ বিশিষ্ট তানভীনের শব্দ সমূহ :

قَمِيصٌ	بَئِيسٌ	وُضُوْءٌ	وُجُوْهٌ	دُخَانٌ	جُنْدٌ	ثِقْلٌ	تَعِبٌ	بَشَرٌ	أَحَدٌ

Contents

সবক-৬

সুকূন : সুকূন অর্থ বিরতি। হরকতযুক্ত হরফকে মিলানোর জন্য সুকূনের প্রয়োজন হয়। সুকূনকে জযমও বলা হয়। সুকূনের প্রচলিত চিহ্ন ৩টি। যথা (ـــٰ ـــْ ـــٗ)।

(১) সুকূনযুক্ত দুই হরফের মাশ্ক্ব :

اَحْ اِحْ اُحْ	اَجْ اِجْ اُجْ	اَثْ اِثْ اُثْ	اَتْ اِتْ اُتْ	اَبْ اِبْ اُبْ
اَزْ اِزْ اُزْ	اَرْ اِرْ اُرْ	اَذْ اِذْ اُذْ	اَدْ اِدْ اُدْ	اَخْ اِخْ اُخْ
اَطْ اِطْ اُطْ	اَضْ اِضْ اُضْ	اَصْ اِصْ اُصْ	اَشْ اِشْ اُشْ	اَسْ اِسْ اُسْ
اَقْ اِقْ اُقْ	اَفْ اِفْ اُفْ	اَغْ اِغْ اُغْ	اَعْ اِعْ اُعْ	اَظْ اِظْ اُظْ
اَوْ اِوْ اُوْ	اَنْ اِنْ اُنْ	اَمْ اِمْ اُمْ	اَلْ اِلْ اُلْ	اَكْ اِكْ اُكْ
		اَيْ اِيْ اُيْ	اَءْ اِءْ اُءْ	اَهْ اِهْ اُهْ
حَثْ حِثْ حُثْ	جَعْ جِعْ جُعْ	ثَقْ ثِقْ ثُقْ	تَكْ تِكْ تُكْ	بَنْ بِنْ بُنْ
زَخْ زِخْ زُخْ	رَحْ رِحْ رُحْ	ذَرْ ذِرْ ذُرْ	دَسْ دِسْ دُسْ	خَطْ خِطْ خُطْ
طَا طِيْ طُوْ	ضَغْ ضِغْ ضُغْ	صَفْ صِفْ صُفْ	شَذْ شِذْ شُذْ	سَدْ سِدْ سُدْ
قَا قِيْ قُوْ	فَا فِيْ فُوْ	غَا غِيْ غُوْ	عَا عِيْ عُوْ	ظَا ظِيْ ظُوْ
وَا وِيْ وُوْ	نَا نِيْ نُوْ	مَا مِيْ مُوْ	لَا لِيْ لُوْ	كَا كِيْ كُوْ
			يَا يِيْ يُوْ	هَا هِيْ هُوْ

(২) সুকূনযুক্ত দুই হরফের শব্দ সমূহ :

لَمْ	هَلْ	أَنْ	عَنْ	مَنْ	هُمْ	مِنْ	كَمْ	خُذْ	ذُقْ

(৩) সুকূনযুক্ত তিন হরফের শব্দ সমূহ :

كِبْرٌ	قَبْرٌ	فَصْلٌ	غَلْبٌ	عِلْمٌ	ظَرْفٌ	طَوْدٌ	صُلْحٌ	شَهْرٌ	ذَوْقٌ

(৪) হরফে লীন : ‘ওয়াও’ বা ‘ইয়া’ সাকিনের ডাইনে ‘যবর’ হ’লে এ দু’টি ‘হরফে লীন’ হবে। যা দ্রুত পড়তে হয়। যেমন-

حَوْ حَيْ	جَوْ جَيْ	ثَوْ ثَيْ	تَوْ تَيْ	بَوْ بَيْ	أَوْ أَيْ
سَوْ سَيْ	زَوْ زَيْ	رَوْ رَيْ	ذَوْ ذَيْ	دَوْ دَيْ	خَوْ خَيْ
عَوْ عَيْ	ظَوْ ظَيْ	طَوْ طَيْ	ضَوْ ضَيْ	صَوْ صَيْ	شَوْ شَيْ
مَوْ مَيْ	لَوْ لَيْ	كَوْ كَيْ	قَوْ قَيْ	فَوْ فَيْ	غَوْ غَيْ
		يَوْ يَيْ	هَوْ هَيْ	وَوْ وَيْ	نَوْ نَيْ

(ক) হরফে লীন বিশিষ্ট শব্দ ওয়াক্বফের সময় মাদ্দে লীনে পরিণত হয় এবং এক আলিফ টানতে হয়। যেমন-

فِيْ شَيْءٍ ط	وَّلَا نَوْمٌ ط	مِّنْ خَوْفٍ ۝٤	هٰذَا الْبَيْتِ ۝٣	وَالصَّيْفِ ۝٢	لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ ۝١

(খ) হরফে লীন বিশিষ্ট শব্দ বাক্যের মাঝখানে বা শুরুতে বসলে এবং সেখানে না থামলে টান হবে না। যেমন-

كَيْدَهُمْ	وَالَّيْلِ	وَالْخَيْلَ	فِيْ جَوْفِهٖ	مِّنْ فَوْقِهٖ	مَاحَوْلَهٗ

(৫) হুরূফে ক্বলক্বলা : ‘ক্বলক্বলা’ অর্থ প্রতিধ্বনি। যার হরফ ৫টি : ق ط ب ج د । এগুলিকে একত্রে قُطْبِ جَدْ (কুৎবেজাদ) বলা হয়। এই হরফগুলি সাকিন ও ওয়াক্বফের সময় ক্বলক্বলা করে পড়তে হয়। যেমন-

اُبْ	اِبْ	اَبْ	اُطْ	اِطْ	اَطْ	اُقْ	اِقْ	اَقْ
			اُدْ	اِدْ	اَدْ	اُجْ	اِجْ	اَجْ

হুরূফে ক্বলক্বলা বিশিষ্ট শব্দ সমূহ :

قَدْحًا	اُدْعُوْا	زَجْرَةٌ	اَجْرٌ	سُبْحٰنَ	اَبْقٰى	مَطْلَعٌ	بَطْشَ	تَقْوٰهَا	اِقْرَاْ

সবক-৭

তাশদীদ : তাশদীদ অর্থ শক্ত করা। তাশদীদযুক্ত হরফ দু'বার উচ্চারিত হয়। প্রথমবার ডান হরফের সাথে এবং দ্বিতীয়বার নিজ হরফের হরকতের সাথে। যেমন-

اِ نْ نَ = اِنَّ، اَ نْ نَ =اَنَّ، عَ مْ مَ = عَمَّ، مِ مْ مَ = مِمَّ، اُ مْ مُ = اُمٌّ-

তাশদীদ যুক্ত শব্দ সমূহ :

كَيٌّ	كُنَّ	هُنَّ	مَنَّ	ظَنَّ	لَعَلَّ	لٰكِنَّ	كَاَنَّ	أَنَّ	إِنَّ
مُقَدَّسٌ	مُشَرَّفٌ	مُصَنِّفٌ	مُحَدِّثٌ	مُفَسِّرٌ	نُوَّابٌ	نَبِيٌّ	قَيُّوْمٌ	حَيٌّ	لَيٌّ

সবক-৮

'মাদ্দ'-এর পরিচয় : 'মাদ্দ' অর্থ টেনে পড়া। যার পরিমাণ কমপক্ষে এক আলিফ অর্থাৎ এক শ্বাস। মাদ্দের হরফ তিনটি : و ا ي যাকে হুরূফে ইল্লাত বা স্বরবর্ণ বলা হয়। এক আলিফের মাদ্দের চিহ্ন খাড়া যবর (ـٰ), খাড়া যের (ـٖ) ও উল্টা পেশ (ـٗ)। তিন আলিফের মাদ্দের চিহ্ন (ـٓ) এবং চার আলিফের মাদ্দের চিহ্ন (ـٓ) । এক আলিফের মাদ্দকে মাদ্দে আছলী বা ছোট মাদ্দ বলা হয়।

(১) মাদ্দে আছলীর মাশ্ক্ব :

حَا حُوْ حِيْ	جَا جُوْ جِيْ	ثَا ثُوْ ثِيْ	تَا تُوْ تِيْ	بَا بُوْ بِيْ
زَا زُوْ زِيْ	رَا رُوْ رِيْ	ذَا ذُوْ ذِيْ	دَا دُوْ دِيْ	خَا خُوْ خِيْ
طَا طُوْ طِيْ	ضَا ضُوْ ضِيْ	صَا صُوْ صِيْ	شَا شُوْ شِيْ	سَا سُوْ سِيْ
قَا قُوْ قِيْ	فَا فُوْ فِيْ	غَا غُوْ غِيْ	عَا عُوْ عِيْ	ظَا ظُوْ ظِيْ
وَا وُوْ وِيْ	نَا نُوْ نِيْ	مَا مُوْ مِيْ	لَا لُوْ لِيْ	كَا كُوْ كِيْ
		يَا يُوْ يِيْ	ءَا ءُوْ ءِيْ	هَا هُوْ هِيْ

মাদ্দে আছলীযুক্ত শব্দ সমূহ :

مُجِيْبٌ	مُقِيْتٌ	يَمُوْتُ	مَاتَ	يَنَامُ	نَامَ	يَقُوْلُ	قِيْلَ	قَالُوْا	قَالَ

খাড়া যবর, খাড়া যের ও উল্টা পেশ থাকলে সেখানে এক আলিফ টেনে পড়তে হয়। এগুলি ছোট মাদ্দ-এর অন্তর্ভুক্ত। যেমন-

دٰ دٖ دٗ	خٰ خٖ خٗ	حٰ حٖ حٗ	جٰ جٖ جٗ	ثٰ ثٖ ثٗ	تٰ تٖ تٗ	بٰ بٖ بٗ
ضٰ ضٖ ضٗ	صٰ صٖ صٗ	شٰ شٖ شٗ	سٰ سٖ سٗ	زٰ زٖ زٗ	رٰ رٖ رٗ	ذٰ ذٖ ذٗ
كٰ كٖ كٗ	قٰ قٖ قٗ	فٰ فٖ فٗ	غٰ غٖ غٗ	عٰ عٖ عٗ	ظٰ ظٖ ظٗ	طٰ طٖ طٗ
يٰ يٖ يٗ	ءٰ ءٖ ءٗ	هٰ هٖ هٗ	وٰ وٖ وٗ	نٰ نٖ نٗ	مٰ مٖ مٗ	لٰ لٖ لٗ

উদাহরণ সমূহ :

فَاٰوٰى	اَعْمٰى	اَعْلٰى	مَوْلٰى	اَوْلٰى	يَحْيٰ	اِلٰى	حَتّٰى	ذٰلِكَ	عَلٰى
مِنْ فَوْقِهٖ	اِلْفِهِمْ	قِيْلِهٖ	يَسْتَحْيٖ	وَشَرِّهٖ	خَيْرِهٖ	وَرُسُلِهٖ	وَكُتُبِهٖ	اِلٰى رَبِّهٖ	بِهٖ
حَوْلَهٗ	قَبْلَهٗ	بَيْنَهٗ	قَوْلُهٗ	خَلْقَهٗ	كَيْدُهٗ	بَعْدَهٗ	رَبُّهٗ	يَدَهٗ	لَهٗ

(২) একই কালেমায় মাদ্দের পরে হামযাহ থাকলে তাকে ‘মাদ্দে মুত্তাছিল’ বলে। এ সময় চার আলিফ টানতে হয়। যেমন-

سِيٓئَتْ	قَآئِلٌ	سَآئِلٌ	غُثَآءٌ	جَزَآءٌ	وَالسَّمَآءِ	هٰٓؤُلَآءِ	اُولٰٓئِكَ	شَآءَ	جَآءَ

(৩) প্রথম কালেমার শেষে মাদ্দ এবং দ্বিতীয় কালেমার শুরুতে হামযাহ থাকলে তাকে ‘মাদ্দে মুনফাছিল’ বলে। এ সময় তিন আলিফ টানতে হয়। যেমন-

يٰٓاٰدَمُ	مَآ اَرٰى	مَآ اَغْنٰى	يَدَآ اَبِىْ	لَآ اَعْبُدُ
اِنِّىْٓ اٰمَنْتُ	اِنِّىْٓ اَخَافُ	الَّذِىْٓ اٰمَنَ	فِىْٓ اٰيٰتٍ	فِىْٓ اَىِّ

Contents

সবক-৯

নূন সাকিন ও তানভীন পাঠের নিয়ম :

নূন সাকিন ও তানভীনকে আরবী বর্ণমালার সাথে চারটি নিয়মে পড়া যায়। যথা : ইযহার, ইদগাম, ইক্বলাব ও ইখফা। হুরূফে হালক্বীর ৬টি হরফের সাথে 'ইযহার', হুরূফে ইয়ারমালূন-এর ৬টি হরফের সাথে 'ইদগাম', 'বা'-এর সাথে 'ইক্বলাব' এবং বাকী ১৫টি হরফের সাথে 'ইখফা' হবে।

বাকী ا ও ء মিলে মোট ২৯টি হরফ। যে দু'টি হরফ অন্যগুলির সাথে মিলিতভাবে উচ্চারিত হয়।

(১) ইযহার অর্থ প্রকাশ করা। নূন সাকিন বা তানভীনের পরে 'ইযহার' হরফ এলে নূন সাকিন বা তানভীনকে গুন্নাহ না করে স্পষ্টভাবে পড়তে হয়। 'ইযহার'-এর হরফ ৬টি : ء ه ح خ ع غ 'হুরূফে হালক্বী' হওয়ার কারণে এগুলিকে 'ইযহারে হালক্বী'ও বলা হয়।

উদাহরণসমূহ :

(ء) اِنْ اَجْرِىَ، مَنْ اٰمَنَ، كُلٌّ اٰمَنَ، كُفُوًا اَحَدٌ- (هـ) مِنْهُمْ، اِنْ هُوَ، فَرِيْقًا هَدٰى،
أَنْهَارٌ- (ح) وَانْحَرْ، تَنْحِتُوْنَ، غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ، عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ- (خ) وَمَنْ خَفَّتْ، فَاِنْ
خِفْتُمْ، يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ، اَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ- (ع) اَنْعَمْتَ، مِنْ عَمَلٍ، سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ،
سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ- (غ) مِنْ غِلٍّ، فَسَيُنْغِضُوْنَ، قَوْلًا غَيْرَ، اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ-

(২) ইদগাম অর্থ মিলানো। নূন সাকিন বা তানভীনের পর ইদগামের কোন হরফ থাকলে দু'টি হরফকে একত্রে মিলিয়ে পড়তে হয়। ইদগামের হরফ ৬টি : ي ر م ل و ن যেগুলিকে একত্রে يَرْمَلُوْنَ (ইয়ারমালূন) বলা হয়। এগুলির মধ্যে ي ن م و চারটি হরফকে ইদগামে বা-গুন্নাহ বলা হয়। যেগুলিকে একত্রে يَنْمُوْ (ইয়ানমূ) বলা হয় এবং এগুলিকে নাকি সুরে উচ্চারণ করতে হয়। বাকী ر ও ل দু'টি হরফকে ইদগামে বে-গুন্নাহ বলা হয়। যা গুন্নাহ ছাড়া সাধারণভাবে উচ্চারণ করতে হয়।

(ক) 'ইদগামে বা-গুন্নাহ'-র উদাহরণসমূহ :

(ي) وَاِنْ يَّرَوْا، مَنْ يَّشَآءُ، يَوْمَئِذٍ يَّوَدُّ، خَيْرًا يَّرَهٗ- (ن) مِنْ نَارٍ، اِنْ نَسِيْنَآ،
شَيْئًا نُّكْرًا، سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا- (م) وَاِنْ مِّنْكُمْ، مِنْ مَّارِجٍ، عَذَابٌ مُّقِيْمٌ،
كِتٰبٌ مُّبِيْنٌ- (و) مِنْ وَّلِيٍّ، مِنْ وَّاقٍ، دَكَّةً وَّاحِدَةً، يَوْمَئِذٍ وَّاهِيَةٌ-

তবে يٰسٓ ۚ وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ ۙ এবং نٓ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُوْنَ ۙ-এর ক্ষেত্রে ইদগামে বে-গুন্নাহ বা ইযহার হবে।

(খ) নূন সাকিন বা তানভীনের পরে ر অথবা ل থাকলে **ইদগামে বে-গুন্নাহ** হয়। এই সময় নূন সাকিন ও তানভীন উচ্চারিত হয় না। যেমন,

(ر) مِنْ رَّبِّهِمْ، مِنْ رَّسُوْلٍ، رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ، غَفُوْرًا رَّحِيْمًا- (ل) مِنْ لَّدُنْكَ، يَكُنْ لَّهٗ، يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيْرٌ، مَتَاعًا لَّكُمْ-

(গ) একই শব্দে নূন সাকিনের ইদগাম হয় না। সমগ্র কুরআনে এরূপ মাত্র চারটি শব্দ রয়েছে। যেগুলিকে 'ইযহারে মুৎলাক্ব' বলা হয়। যেমন- الدُّنْيَا، قِنْوَانٌ، صِنْوَانٌ، بُنْيَانٌ

(৩) ইক্বলাব অর্থ বদল করা। ইক্বলাবের হরফ ১টি : ب (বা)। নূন সাকিন বা তানভীনের পরে 'বা' হরফ আসলে তাকে 'মীম' দ্বারা বদল করে 'সাধারণ গুন্নাহ' সহ পড়তে হয়। যেমন-

خَبِيْرًاۢ بَصِيْرًا	شِقَاقٍۢ بَعِيْدٍ	سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ	فَاَنْۢبَتْنَا	بِذَنْۢبِهِمْ	مِنْۢ بَعْدِهِمْ
خَبِيْرَمْ بَصِيْرًا	شِقَاقِمْ بَعِيْدٍ	سَمِيْعُمْ بَصِيْرٌ	فَاَمْبَتْنَا	بِذَمْبِهِمْ	مِمْ بَعْدِهِمْ

(৪) ইখফা অর্থ গোপন করা। নূন সাকিন বা তানভীনের পরে ইখফা-র হরফ থাকলে তাকে নাকের বাঁশিতে গোপন করে সাধারণ গুন্নাহ্‌র সাথে পড়তে হয়। অনুস্বর (ং) উচ্চারিত হবে না।

ইখফা-র হরফ ১৫টি : ت ث ج د ذ ز س ش ص ض ط ظ ف ق ك

(ক) নূন সাকিনের পর ص ض ط ظ ق আসলে ইখফার গুন্নাহ মোটা হবে।

যেমন- مِنْ صَلْصَالٍ، مَنْ ضَلَّ، فَانْطَلَقَا، فَلْيَنْظُرْ، اَنْقَضَ

বাকীগুলিতে ইখফার গুন্নাহ চিকন হবে। যেমন-

اَنْتَ، مَنْ ثَقُلَتْ، مَنْ جَآءَ، مِنْ دُوْنِهٖ، مِنْ ذٰلِكَ، اُنْزِلَ، مِنْ سُنْدُسٍ، مِنْ شَرِّ، اِنْفَطَرَتْ، اِنْ كَذَّبَ

(খ) তানভীনের পর ص ض ط ظ ق আসলে ইখফার গুন্নাহ মোটা হবে।

যেমন- صَفًّا صَفًّا، عَذَابًا ضِعْفًا، حَلٰلًا طَيِّبًا، قَوْمًا ظٰلِمِيْنَ، رِزْقًا قَالُوْا

বাকীগুলিতে ইখফার গুন্নাহ চিকন হবে। যেমন-

قَوْمًا تَجْهَلُوْنَ   قَوْلًا ثَقِيْلًا   صَبْرٌ جَمِيْلٌ   كَأْسًا دِهَاقًا   نَارًا ذَاتَ

نَفْسًا زَكِيَّةً   قَوْلًا سَدِيْدًا   شَيْءٍ شَهِيْدٍ   قَوْمًا فٰسِقِيْنَ   قَوْمًا كٰفِرِيْنَ-

সবক-১০

'গুন্নাহ' অর্থ নাকি সুরে ক্রন্দনের ন্যায় আওয়ায করা। 'গুন্নাহ' মোট ৬টি। ১টি ওয়াজিব গুন্নাহ ও ৫টি সাধারণ গুন্নাহ। 'ওয়াজিব গুন্নাহ' হ'লে পূর্ণ এক শ্বাস এবং 'সাধারণ গুন্নাহ' হ'লে কিছু কম।

ওয়াজিব গুন্নাহ ১টি : নূন অথবা মীম-এর উপর তাশদীদ থাকলে তাকে ওয়াজিব গুন্নাহ বলা হয়। তখন অবশ্যই গুন্নাহ করে পূর্ণ এক আলিফ টেনে পড়তে হয়। যেমন-

اِنَّ، أَنَّ، كَاَنَّ، لٰكِنَّ، مَنَّا، ظَنَّ، لَمَّا، مِمَّ، سُنَّةٌ، كَأَنَّهُنَّ، لَتُبْعَثُنَّ، لَتَرْكَبُنَّ،

تَظُنُّوْنَ، يَمُنُّوْنَ، هَمُّوْا، فَأُمُّهُ، مُحَمَّدٌ، مُسَنَّدَةٌ، اَئِمَّةٌ، فَاِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَاِمَّا فِدَآءً-

সাধারণ গুন্নাহ ৫টি :

(১) নূন সাকিনের 'ইক্বলাব'-এর গুন্নাহ। এ সময় সাধারণ গুন্নাহ করতে হয়।

যেমন- مِنْۢ بَعْدِ، اَنْۢبِيَآءَ، مِنْۢ بَيْنِ، يَنْۢبَغِيْ

(২) নূন সাকিন ও তানভীনের 'ইদগাম'-এর গুন্নাহ। যেমন- مَنْ يَّعْمَلْ، لَهَبٍ وَّتَبَّ

(৩) নূন সাকিনের 'ইখফা'-র গুন্নাহ : যেমন- اِنْ كُنْتُمْ، مِنْ شَرِّ، مِنْ ثَمَرَةٍ، لَا تَنْفَعُ

(৪) মীম সাকিনের 'ইদগাম'-এর গুন্নাহ : যেমন- كَمْ مِّنْ، لَكُمْ مَّا سَاَلْتُمْ

(৫) মীম সাকিনের 'ইখফা'-র গুন্নাহ : যেমন- هُمْ بِرٰزُوْنَ، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ

যরূরী জ্ঞাতব্য সমূহ

চারটি কালেমা

(১) কালেমায়ে ত্বইয়েবাহ (পবিত্র বাক্য) : لآ اِلٰهَ اِلاَّ اللهُ *(লা ইলাহা ইল্লাল্ল-হ)* ‘নেই কোন উপাস্য আল্লাহ ব্যতীত’।[১]

(২) কালেমায়ে শাহাদাত (সাক্ষ্য দানকারী বাক্য) : أَشْهَدُ أَنْ لآ اِلٰهَ اِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ *(আশহাদু আল লা-ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান ‘আবদুহূ ওয়া রসূলুহ)।*

অর্থ : আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নেই কোন উপাস্য আল্লাহ ব্যতীত এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল’।[২]

উল্লেখ্য যে, উক্ত কালেমাটি সংক্ষেপে *লা ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু মুহাম্মাদুর রসূলুল্ল-হ* বলে প্রচলিত। এটি কালেমা ত্বইয়েবাহ নয়, বরং কালেমায়ে শাহাদাতের সংক্ষিপ্ত রূপ। কালেমায়ে শাহাদাত সঠিক অনুধাবনের মাধ্যমে হৃদয়ে বিশ্বাস ও মুখে স্বীকৃতি ব্যতীত কেউ ‘মুসলিম’ হ’তে পারবে না।

(৩) কালেমায়ে তাওহীদ (একত্ববাদের বাক্য) :

لآ اِلٰهَ اِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

(‘লা ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু ওয়াহ্‌দাহু লা-শারীকা লাহু, লাহুল মুল্‌কু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া ‘আলা কুল্লে শাইয়িন ক্বদীর’)।

অর্থ : নেই কোন উপাস্য আল্লাহ ব্যতীত। যিনি এক, যার কোন শরীক নেই। তাঁরই জন্য সকল রাজত্ব ও তাঁরই জন্য সকল প্রশংসা। তিনি সবকিছুর উপরে ক্ষমতাশালী’।[৩]

---

১. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু ‘আনহু) বলেন, الكلمةُ الطَّيِّبَةُ لآاِلٰهَ الاَّ اللهُ ‘কালেমা ত্বইয়েবাহ’ হ’ল ‘লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ *(ইবনু আব্বাস, কুরতুবী, ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা ইবরাহীম ২৪ আয়াত)*।

২. বুখারী হা/৩৫২২; মুসলিম হা/১৭৬৪; মিশকাত হা/৩৯৬৪।

৩. বুখারী হা/৩২৯৩; মুসলিম হা/২৬৯১; মিশকাত হা/২৩০২।

(৪) কালেমায়ে তামজীদ (মর্যাদা বর্ণনার বাক্য) :

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلآ اِلٰهَ اِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ

('সুবহা-নাল্লা-হি ওয়াল হামদু লিল্লা-হি ওয়া লা ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু ওয়াল্ল-হু আকবার, ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হ')।

অর্থ : সকল পবিত্রতা ও সকল প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য। নেই কোন উপাস্য আল্লাহ ব্যতীত। আল্লাহ সবার চেয়ে বড়। নেই কোন ক্ষমতা নেই কোন শক্তি আল্লাহ ব্যতীত'।[৪]

উপরের প্রচলিত চারটি কালেমা ব্যতীত আরও কালেমা রয়েছে। কালেমার নামগুলি ইজতিহাদ ভিত্তিক। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, শ্রেষ্ঠ যিকর হ'ল 'লা ইলা-হা ইল্লাল্ল-হ' (لآ اِلٰهَ اِلاَّ اللهُ)।[৫] এটি হ'ল কালেমায়ে ত্বইয়েবাহ। 'মুহাম্মাদুর রসূলুল্লা-হ' কোন যিকরের কালেমা নয়। অতএব কালেমার যিকরের সাথে এটা মিলানো যাবেনা। আল্লাহ হ'লেন সৃষ্টিকর্তা এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ) হ'লেন তাঁর সৃষ্টি। যিনি আল্লাহ্র বান্দা ও রাসূল। আর আল্লাহ ব্যতীত কোন সৃষ্টির নামে যিকর করা মহাপাপ। সৃষ্টি ও সৃষ্টিকর্তা পৃথক। কোন সৃষ্টিই সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র অংশ নয়। তাই 'যত কল্লা তত আল্লাহ' বলা কঠিন শিরক। আর অনুতপ্ত হৃদয়ে তওবা করা ব্যতীত আল্লাহ শিরকের মহাপাপ ক্ষমা করেন না' (নিসা ৪/৪৮, ১১৬)। তার জন্য আল্লাহ জান্নাতকে হারাম করে দেন' (মায়েদাহ ৫/৭২)।

আক্বীদা

১. ঈমানে মুজমাল বা ঈমানের সারসংক্ষেপ :

اٰمَنْتُ بِاللهِ كَمَاهُوَ بِاَسْمَآءِه وَصِفَاتِه وَقَبِلْتُ جَمِيْعَ اَحْكَامِه وَ اَرْكَانِهِ-

(আ-মানতু বিল্লা-হি কামা হুয়া বি আসমা-ইহী ওয়া ছিফা-তিহী ওয়া ক্ববিলতু জামী'আ আহকা-মিহী ওয়া আরকা-নিহী')। অর্থ : আমি ঈমান আনলাম আল্লাহ্র উপরে যেমন তিনি। তাঁর যাবতীয় নাম ও গুণাবলী সহকারে এবং কবুল করলাম তাঁর যাবতীয় আদেশ-নিষেধ ও ফরয-ওয়াজিব সমূহকে।

২. ঈমানে মুফাছছাল বা বিস্তারিত ঈমান : যার স্তম্ভ ৬টি। যথা :

اٰمَنْتُ بِاللهِ وَمَلآئِكَتِهِ وَكُتُبِه وَرُسُلِه وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِه وَ شَرِّه مِنَ اللهِ تَعَالي-

---

৪. আবুদাঊদ হা/৮৩২; নাসাঈ হা/৯২৪; মিশকাত হা/৮৫৮।

৫. ইবনু মাজাহ হা/৩৮০০; মিশকাত হা/২৩০৬।

(আ-মানতু বিল্লা-হি ওয়া মালা-ইকাতিহী ওয়া কুতুবিহী ওয়া রুসুলিহী ওয়াল ইয়াওমিল আ-খিরি ওয়াল ক্বদরি খয়রিহি ওয়া শাররিহী মিনাল্লা-হি তা‘আলা’)।

অর্থ : আমি বিশ্বাস স্থাপন করলাম (১) আল্লাহ্র উপরে (২) তাঁর ফেরেশতাগণের উপরে (৩) তাঁর প্রেরিত কিতাব সমূহের উপরে (৪) তাঁর রাসূলগণের উপরে (৫) ক্বিয়ামত দিবসের উপরে এবং (৬) আল্লাহ্র পক্ষ হ’তে নির্ধারিত তাক্বদীরের ভাল-মন্দের উপরে’।[৬] অত্র ছয়টি স্তম্ভের কোন একটির উপর বিশ্বাস স্থাপন না করলে কেউ মুমিন হ’তে পারবে না।

৩. আল্লাহ্র পরিচয় :

আল্লাহ আমাদের সৃষ্টিকর্তা। তিনি জীবন ও মৃত্যু দাতা। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তাঁর কোন শরীক নেই। তাঁর নিজস্ব আকার আছে। কিন্তু তা কারু সাথে তুলনীয় নয়। তিনি সবকিছু শোনেন ও দেখেন (শূরা ১১)। তিনি নিরাকার বা শূন্যসত্তা নন। তাঁর সুন্দর সুন্দর নাম ও গুণাবলী রয়েছে। যা বান্দার নাম ও গুণাবলীর সাথে তুলনীয় নয়। তিনি সাত আসমানের উপরে আরশে সমুন্নীত। কিন্তু তাঁর জ্ঞান ও শক্তি সর্বত্র বিরাজিত। আসমান-যমীন ও এর মধ্যকার সবকিছু তিনি সৃষ্টি করেছেন এবং এগুলিকে মানুষের সেবায় নিয়োজিত করেছেন।

৪. হযরত মুহাম্মাদ *(ছল্লাল্ল-হু ‘আলাইহে ওয়া সাল্লাম)*-এর পরিচয় :

(ক) আমাদের নবীর নাম মুহাম্মাদ। অপর নাম আহমাদ। জন্ম মক্কায়। মৃত্যু মদীনায়। পিতার নাম আব্দুল্লাহ। মাতার নাম আমেনা। দাদার নাম আব্দুল মুত্ত্বালিব। দাদীর নাম ফাতেমা। নানার নাম ওয়াহাব। নানীর নাম বার্রাহ। চাচার নাম আবু তালিব। তিনি ছিলেন সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রাসূল। তাঁর পূর্বে সকল নবী ছিলেন গোত্রীয় নবী। কিন্তু তিনি ছিলেন বিশ্বনবী। তারপরে আর কোন নবী নেই। তাঁর উপরে ঈমান না আনলে এবং তাঁর আনীত ইসলামের অনুসরণ না করলে জিন ও ইনসানের কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না। তিনি মানুষ নবী ছিলেন। নূরের নবী নন।

(খ) দরূদ : আমাদের প্রিয়নবীর নাম বললে বা শুনলে সংক্ষিপ্ত দরূদ পড়তে হয়- *ছল্লাল্ল-হু ‘আলাইহে ওয়া সাল্লাম* (আল্লাহ তাঁর উপরে অনুগ্রহ ও শান্তি বর্ষণ করুন!)।

৫. কুরআন ও হাদীছ : শেষনবী হযরত মুহাম্মাদ (*ছল্লাল্ল-হু ‘আলাইহে ওয়া সাল্লাম*)-এর উপর আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ কিতাবের নাম ‘আল-কুরআন’। আর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বাণী, কর্ম ও সম্মতির নাম ‘হাদীছ’। তিনি আল্লাহ্র অহি ব্যতীত কোন কথা বলতেন না’ (নাজম ৫৩/৩-৪)। কুরআন ও হাদীছ দু’টিই আল্লাহ্র অহি (ক্বিয়ামাহ ৭৫/১৬-১৯)। কুরআনকে ‘অহিয়ে মাতলু’ এবং হাদীছকে ‘অহিয়ে গায়ের মাতলু’ বলা হয়। ‘মাতলু’ অর্থ যা তেলাওয়াত

---

৬. মুসলিম হা/৮, মিশকাত হা/২।

করা হয় এবং গায়ের মাতলু অর্থ যা তেলাওয়াত করা হয় না। আল্লাহ্‌র অহি অভ্রান্ত সত্যের চূড়ান্ত উৎস। যা মেনে চলা মুমিন বান্দার জন্য অপরিহার্য এবং অমান্য করা নিষিদ্ধ।

৬. নুযূলে কুরআন : রামাযান মাসের ক্বদর রাত্রিতে মক্কার হেরা গুহায় হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উপর সর্বপ্রথম কুরআনের পাঁচটি আয়াত নাযিল হয়।-

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ ۚ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۚ اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ ۙ الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۙ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۗ

(১) পড় তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। (২) সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্তপিণ্ড হ'তে। (৩) পড়। আর তোমার পালনকর্তা বড়ই দয়ালু। (৪) যিনি কলমের মাধ্যমে শিক্ষা দান করেছেন। (৫) শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানতো না' ('আলাক্ব ৯৬/১-৫)। মানব জাতির প্রতি কুরআনের সর্বপ্রথম আহ্বান হ'ল পড় আল্লাহ্‌র নামে। এতে জানিয়ে দেওয়া হ'ল যে, পড়া ও লেখার মাধ্যমে শিক্ষা ও জ্ঞান অর্জন করা হয়। আর প্রকৃত শিক্ষা হ'ল সেটাই যা খালেক্ব-এর জ্ঞান দান করার সাথে সাথে 'আলাক্ব-এর চাহিদা পূরণ করে। অর্থাৎ নৈতিক ও বৈষয়িক জ্ঞানের সমন্বিত শিক্ষা ব্যবস্থাই হ'ল পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা ব্যবস্থা।

৭. ইসলামের পরিচয় : শেষনবী মুহাম্মাদ *(ছল্লাল্ল-হু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)*-এর মাধ্যমে মানবজাতির জন্য প্রেরিত আল্লাহ্‌র মনোনীত একমাত্র দ্বীন হ'ল ইসলাম।[৭] যা যথাযথভাবে মেনে চলার মধ্যেই মানুষের ইহকালে শান্তি ও পরকালে মুক্তি নির্ভর করে (বাক্বারাহ ২/২০৮)।

৮. ইসলামের স্তম্ভ ৫টি : (১) এই মর্মে সাক্ষ্য প্রদান করা যে, 'আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ *(ছল্লাল্ল-হু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)* তাঁর বান্দা ও রাসূল' (২) ছালাত কায়েম করা (৩) যাকাত আদায় করা (৪) হজ্জ পালন করা (৫) রামাযানের ছিয়াম পালন করা'।[৮]

৯. চারজন শ্রেষ্ঠ রাসূল ও তাঁদের প্রাপ্ত কিতাব সমূহের নাম : (১) মূসা *('আলাইহিস সালাম)*, (২) দাঊদ (আঃ), (৩) ঈসা (আঃ) ও (৪) মুহাম্মাদ (ছল্লাল্ল-হু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। তাঁদের প্রাপ্ত কিতাব সমূহের নাম যথাক্রমে : তওরাত, যবূর, ইনজীল ও কুরআন। প্রথম তিনটি কিতাব বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু 'কুরআন' ক্বিয়ামত পর্যন্ত অবিকৃত অবস্থায় থাকবে। কারণ আল্লাহ নিজেই এর হেফাযতের দায়িত্ব নিয়েছেন (হিজর ১৫/৯)।

১০. জান্নাত ও জাহান্নামের পরিচয় : জান্নাত হ'ল আখেরাতে শান্তির বাগিচা এবং জাহান্নাম হ'ল শাস্তির অগ্নিকুণ্ড। মানুষের মৃত্যুর পর তার কর্মফল অনুযায়ী পরকালে সে জান্নাতী হবে অথবা জাহান্নামী হবে। জান্নাতে সে চিরকাল সুখ ভোগ করবে এবং জাহান্নামে সে চিরকাল শাস্তি ভোগ করবে। আল্লাহ আমাদেরকে জান্নাতুল ফেরদৌসের অধিকারী করুন- আমীন!

---

৭. আলে ইমরান ৩/১৯।

৮. বুখারী হা/৮; মুসলিম হা/১৬; মিশকাত হা/৪।

আমপারা অংশ

(১) সূরা ফাতিহা (মুখবন্ধ) **সূরা-১, মাক্কী :**

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ۞ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আমি বিতাড়িত শয়তান হ'তে আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করছি। পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে (শুরু করছি)।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۙ﴿۱﴾ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۙ﴿۲﴾ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ؕ﴿۳﴾ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ؕ﴿۴﴾ اِهْدِنَا
الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۙ﴿۵﴾ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ﴿۶﴾ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ﴿۷﴾ (آمين)-

উচ্চারণ : *(১) আলহাম্দু লিল্লা-হি রব্বিল 'আ-লামীন (২) আররহমা-নির রহীম (৩) মা-লিকি ইয়াওমিদ্দীন (৪) ইইয়া-কা না'বুদু ওয়া ইইয়া-কা নাস্তা'ঈন (৫) ইহ্দিনাছ ছির-ত্বল মুস্তাক্বীম (৬) ছির-ত্বল্লাযীনা আন'আম্তা 'আলাইহিম (৭) গয়রিল মাগযূবি 'আলাইহিম ওয়া লায্য-ল্লীন।*

অনুবাদ : (১) যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য, যিনি জগত সমূহের প্রতিপালক। (২) যিনি পরম করুণাময় অসীম দয়ালু। (৩) যিনি বিচার দিবসের মালিক। (৪) আমরা কেবলমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং কেবলমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি। (৫) তুমি আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন কর! (৬) এমন লোকদের পথ, যাদেরকে তুমি পুরস্কৃত করেছ। (৭) তাদের পথ নয়, যারা অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্ট হয়েছে। (আমীন! তুমি কবুল কর!)।

(২) সূরা কাফেরূন (ইসলামে অবিশ্বাসীগণ) সূরা-১০৯, মাক্কী :

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ يٰۤاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ۙ﴿۱﴾ لَاۤ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ۙ﴿۲﴾ وَلَاۤ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَاۤ اَعْبُدُ ۚ﴿۳﴾ وَلَاۤ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ ۙ﴿۴﴾ وَلَاۤ
اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَاۤ اَعْبُدُ ؕ﴿۵﴾ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ ﴿۶﴾

উচ্চারণ : *(১) কুল ইয়া আইয়ুহাল কাফেরূন! (২) লা আ'বুদু মা তা'বুদূন (৩) ওয়া লা আনতুম 'আ-বিদূনা মা আ'বুদ (৪) ওয়া লা আনা 'আ-বিদুম মা 'আবাততুম (৫) ওয়া লা আনতুম 'আ-বিদূনা মা আ'বুদ (৬) লাকুম দীনুকুম ওয়া লিয়া দীন।*

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে (শুরু করছি)

অনুবাদ : (১) তুমি বল! হে অবিশ্বাসীরা! (২) আমি ইবাদত করি না তোমরা যাদের ইবাদত কর (৩) এবং তোমরা ইবাদতকারী নও আমি যার ইবাদত করি (৪) আমি ইবাদতকারী নই

তোমরা যাদের ইবাদত কর (৫) এবং তোমরা ইবাদতকারী নও আমি যার ইবাদত করি (৬) তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন এবং আমার জন্য আমার দ্বীন।

(৩) সূরা ইখলাছ (বিশুদ্ধ করণ) সূরা-১১২, মাক্কী :

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۝١ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۝٢ لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ يُوْلَدْ ۝٣ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۝٤

উচ্চারণ : *(১) ক্বুল হুওয়াল্ল-হু আহাদ (২) আল্ল-হুছ ছমাদ (৩) লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইয়ূলাদ (৪) ওয়া লাম ইয়াকুল্লাহূ কুফুওয়ান আহাদ।*

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে (শুরু করছি)

অনুবাদ : (১) বল, তিনি আল্লাহ এক (২) আল্লাহ অমুখাপেক্ষী (৩) তিনি (কাউকে) জন্ম দেননি এবং তিনি (কারও) জন্মিত নন (৪) আর তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।

(৪) সূরা ফালাক্ব (প্রভাতকাল) সূরা-১১৩, মাদানী :

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝١ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝٢ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۝٣ وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِي الْعُقَدِ ۝٤ وَمِنْ
شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ۝٥

উচ্চারণ : *(১) ক্বুল আ‘ঊযু বি রব্বিল ফালাক্ব (২) মিন শার্রি মা খলাক্ব (৩) ওয়া মিন শার্রি গ-সিক্বিন ইযা ওয়াক্বাব (৪) ওয়া মিন শার্রিন নাফ্ফা-ছা-তি ফিল ‘উক্বাদ (৫) ওয়া মিন শার্রি হা-সিদিন ইযা হাসাদ।*

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে (শুরু করছি)

অনুবাদ : (১) বল! আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি প্রভাতের মালিকের (২) যাবতীয় অনিষ্ট হ’তে, যা তিনি সৃষ্টি করেছেন (৩) এবং অন্ধকার রাত্রির অনিষ্ট হ’তে, যখন তা আচ্ছন্ন হয় (৪) আর গ্রন্থিতে ফুঁকদান কারিণীদের অনিষ্ট হ’তে (৫) এবং হিংসুকের অনিষ্ট হ’তে যখন সে হিংসা করে।

(৫) সূরা নাস (মানব জাতি) সূরা-১১৪, মাদানী :

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝١ مَلِكِ النَّاسِ ۝٢ اِلٰهِ النَّاسِ ۝٣ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ ۙ الْخَنَّاسِ ۝٤ الَّذِيْ يُوَسْوِسُ
فِيْ صُدُوْرِ النَّاسِ ۝٥ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۝٦

উচ্চারণ : *(১) কুল আ'ঊযু বি রব্বিন্না-স (২) মালিকিন্না-স (৩) ইলা-হিন্না-স (৪) মিন শার্রিল ওয়াস্ওয়া-সিল খন্না-স (৫) আল্লাযী ইয়ুওয়াস্ভিসু ফী ছুদূরিন্না-স (৬) মিনাল জিন্নাতি ওয়ান্না-স।*

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে (শুরু করছি)

অনুবাদ : (১) বল! আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি মানুষের প্রতিপালকের (২) মানুষের অধিপতির (৩) মানুষের উপাস্যের (৪) গোপন কুমন্ত্রণাদাতার অনিষ্ট হ'তে (৫) যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তর সমূহে (৬) জিনের মধ্য হ'তে ও মানুষের মধ্য হ'তে।

উল্লেখ্য যে, এটিই কুরআনে সংকলিত সর্বশেষ সূরা।

ছালাতের সংক্ষিপ্ত নিয়ম

(শিক্ষকগণ প্রথমে ওযূ শিখাবেন। অতঃপর নিম্নোক্ত নিয়মানুযায়ী ছালাতের বাস্তব প্রশিক্ষণ দিবেন)

(১) তাকবীরে তাহরীমা : ওযূ করার পর ছালাতের সংকল্প করে ক্বিবলামুখী দাঁড়িয়ে 'আল্ল-হু আকবার' বলে তাকবীরে তাহরীমা শেষে দু'হাত কাঁধ বরাবর উঠিয়ে বুকে বাঁধবে। এ সময় বালক ও বালিকা সবাই বাম হাতের উপরে ডান হাত কনুই বরাবর রাখবে অথবা বাম কব্জির উপরে ডান কব্জি বুকের উপর রাখবে। অতঃপর সিজদার স্থানে দৃষ্টি রেখে বিনম্রচিত্তে নিম্নোক্ত দো'আ পাঠ করবে।-

اَللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِيْ وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اَللَّهُمَّ نَقِّنِيْ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اَللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ-

উচ্চারণ : *আল্ল-হুম্মা বা-'এদ বায়নী ওয়া বায়না খত্বা-ইয়া-ইয়া, কামা বা-'আত্তা বায়নাল মাশরিক্বি ওয়াল মাগরিবি। আল্ল-হুম্মা নাক্বক্বিনী মিনাল খত্বা-ইয়া, কামা ইউনাক্বক্বাছ ছাওবুল আব্ইয়াযু মিনাদ দানাস। আল্ল-হুম্মাগ্সিল খত্বা-ইয়া-ইয়া বিল মা-য়ি ওয়াছ ছালজি ওয়াল বারাদ'।*

অনুবাদ : হে আল্লাহ! তুমি আমার ও আমার গোনাহ সমূহের মধ্যে এমন দূরত্ব সৃষ্টি করে দাও, যেমন দূরত্ব সৃষ্টি করেছ পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে পরিচ্ছন্ন কর গোনাহ সমূহ হ'তে, যেমন পরিচ্ছন্ন করা হয় সাদা কাপড় ময়লা হ'তে। হে আল্লাহ! তুমি আমার গুনাহ সমূহকে ধুয়ে ছাফ করে দাও পানি দ্বারা, বরফ দ্বারা ও শিশির দ্বারা'।

একে দো'আয়ে ইস্তেফতাহ বা 'ছানা' বলা হয়। ছানার জন্য অন্য দো'আও রয়েছে। তবে এই দো'আটি সর্বাধিক বিশুদ্ধ।

(২) সূরা ফাতিহা পাঠ : *ছানা পাঠ শেষে আ'ঊযুবিল্লাহ* ও *বিসমিল্লাহ* সহ সূরা ফাতিহা পাঠ করবে এবং অন্যান্য রাক'আতে কেবল *বিসমিল্লাহ* বলবে। জেহরী ছালাত হ'লে সূরা ফাতিহা শেষে সশব্দে 'আমীন' বলবে, নইলে চুপে চুপে বলবে।

(৩) ক্বিরাআত : সূরা ফাতিহা পাঠ শেষে ইমাম কিংবা একাকী মুছল্লী হ'লে প্রথম দু'রাক'আতে কুরআনের অন্য কোন সূরা বা কিছু আয়াত তেলাওয়াত করবে। কিন্তু মুক্তাদী হ'লে জেহরী ছালাতে চুপে চুপে কেবল সূরা ফাতিহা পড়বে ও ইমামের ক্বিরাআত মনোযোগ দিয়ে শুনবে। তবে যোহর ও আছরের ছালাতে ইমাম ও মুক্তাদী সকলে প্রথম দু'রাক'আতে সূরা ফাতিহা সহ অন্য সূরা পড়বে এবং শেষের দু'রাক'আতে কেবল সূরা ফাতিহা পাঠ করবে।

(৪) রুকূ : ক্বিরাআত শেষে 'আল্ল-হু আকবার' বলে দু'হাত কাঁধ অথবা কান পর্যন্ত উঠিয়ে 'রাফ'উল ইয়াদায়েন' করে রুকূতে যাবে। এ সময় হাঁটুর উপরে দু'হাতে ভর দিয়ে পা, হাত, পিঠ ও মাথা সোজা রাখবে এবং ধীরে-সুস্থে রুকূর দো'আ পড়বে- *'সুবহা-না রব্বিয়াল 'আযীম'* (মহাপবিত্র আমার প্রতিপালক যিনি মহান) কমপক্ষে ৩ বার।

(৫) ক্বওমা : অতঃপর রুকূ থেকে উঠে সোজা ও সুস্থিরভাবে দাঁড়াবে। এ সময় দু'হাত ক্বিবলামুখী খাড়া রেখে কাঁধ পর্যন্ত উঠিয়ে রাফ'উল ইয়াদায়েন করবে এবং ইমাম ও মুক্তাদী সকলে বলবে *'সামি'আল্ল-হু লিমান হামিদাহ'* (আল্লাহ তার কথা শোনেন, যে তার প্রশংসা করে)। অতঃপর 'ক্বওমা'র দো'আ একবার পড়বে।- *'রব্বানা লাকাল হাম্‌দ'* (হে আমাদের প্রতিপালক! তোমার জন্যই সকল প্রশংসা)। অথবা পড়বে- *'রব্বানা ওয়া লাকাল হাম্‌দু হাম্‌দান কাছীরান ত্বইয়েবাম মুবা-রকান ফীহ'* (হে আমাদের প্রতিপালক! তোমার জন্যই যাবতীয় প্রশংসা, যা অগণিত, পবিত্র ও বরকতময়)। ক্বওমার জন্য অন্য দো'আও রয়েছে।

(৬) সিজদা : ক্বওমার দো'আ পাঠ শেষে *'আল্ল-হু আকবার'* বলে প্রথমে দু'হাত ও পরে দু'হাঁটু মাটিতে রেখে সিজদায় যাবে। এ সময় দু'হাত চেহারার দু'পাশে কাঁধ বা কান বরাবর মাটিতে স্বাভাবিকভাবে ক্বিবলামুখী করে রাখবে। কনুই উঁচু ও বগল ফাঁকা থাকবে। হাঁটুতে বা মাটিতে কনুই রাখবে না। সিজদা লম্বা হবে ও পিঠ সোজা থাকবে। যেন নীচ দিয়ে একটি বকরীর বাচ্চা যাওয়ার মত ফাঁকা থাকে। সিজদায় গিয়ে নিম্নোক্ত দো'আ পাঠ করবে।-

সিজদার দো'আ : *'সুবহা-না রব্বিয়াল আ'লা'* (মহাপবিত্র আমার প্রতিপালক যিনি সর্বোচ্চ) কমপক্ষে ৩ বার পড়বে। রুকূ ও সিজদার অন্য দো'আও রয়েছে।

সিজদা থেকে উঠে বাম পায়ের পাতার উপরে বসবে ও ডান পায়ের পাতা খাড়া ও আঙ্গুলগুলি ক্বিবলামুখী রাখবে। এ সময় স্থিরভাবে বসে নিম্নের দো'আ পাঠ করবে।-

দুই সিজদার মধ্যবর্তী বৈঠকের দো‘আ :

আল্ল-হুম্মাগ্‌ফিরলী ওয়ারহাম্‌নী ওয়াজ্‌বুরনী ওয়াহ্‌দিনী ওয়া ‘আ-ফেনী ওয়ার্‌ঝুক্বনী।

অনুবাদ : ‘হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ক্ষমা কর, আমার উপর দয়া কর, আমার অবস্থার সংশোধন কর, আমাকে সুপথ প্রদর্শন কর, আমাকে সুস্থতা দান কর ও আমাকে রূযী দান কর’।

অতঃপর *‘আল্ল-হু আকবার’* বলে দ্বিতীয় সিজদায় যাবে ও দো‘আ পড়বে। রুকূ ও সিজদায় কুরআনী দো‘আ পড়বে না। ২য় ও ৪র্থ রাক‘আতে দাঁড়াবার আগে সিজদা থেকে উঠে সামান্য সময়ের জন্য স্থির হয়ে বসবে। একে ‘জালসায়ে ইস্তিরা-হাত’ বা ‘স্বস্তির বৈঠক’ বলে। অতঃপর মাটিতে দু’হাতে পূর্ণ ভর দিয়ে ধীরে-সুস্থে উঠে দাঁড়াবে। এ সময় দু’হাত বিছিয়ে ভালভাবে মাটিতে ভর দিবে। মুঠ মারবে না বা আঙ্গুলে ভর দিয়ে উঠবে না এবং তীরের মত একটানে উঠে দাঁড়াবে না।

(৭) বৈঠক : ২য় রাক‘আত শেষে বৈঠকে বসবে। যদি ১ম বৈঠক হয়, তবে কেবল ‘আত্তাহিইয়া-তু’ পড়ে মাটিতে দু’হাতে ভর দিয়ে ৩য় রাক‘আতের জন্য ধীরে-সুস্থে উঠে যাবে। আর যদি শেষ বৈঠক হয়, তবে ‘আত্তাহিইয়া-তু’ পড়ার পর দরূদ, দো‘আয়ে মাছূরাহ ও সম্ভব হ’লে অন্যান্য দো‘আ পড়বে। ১ম বৈঠকে বাম পায়ের পাতার উপরে বসবে এবং শেষ বৈঠকে বাম নিতম্বের উপরে বসবে। এ সময় ডান পায়ের তলা দিয়ে বাম পায়ের অগ্রভাগ বের করে দিবে ও ডান পা খাড়া রাখবে। ডান পায়ের আঙ্গুলগুলি সাধ্যমত ক্বিবলামুখী করবে। বৈঠকের সময় বাম হাতের আঙ্গুলগুলি বাম উরুর প্রান্ত বরাবর ক্বিবলামুখী ও স্বাভাবিক অবস্থায় থাকবে এবং ডান হাত একই স্থানে ৫৩-এর ন্যায় মুষ্টিবদ্ধ রেখে সালাম ফিরানোর আগ পর্যন্ত শাহাদাত অঙ্গুলী ধীরগতিতে নাড়িয়ে ইশারা করতে থাকবে। মুছল্লীর নযর ইশারার বাইরে যাবে না।

শেষ বৈঠকের দো‘আ সমূহ

(ক) তাশাহ্‌হুদ (আত্তাহিইয়া-তু) :

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ-

উচ্চারণ : *আত্তাহিইয়া-তু লিল্লা-হি ওয়াছ্ ছলাওয়া-তু ওয়াত্ তৃইয়িবা-তু; আসসালা-মু ‘আলায়কা আইয়ুহান নাবিইয়ু ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহু। আসসালা-মু ‘আলায়না ওয়া ‘আলা ‘ইবা-দিল্লা-হিছ ছ-লেহীন। আশহাদু আল লা-ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান ‘আব্দুহূ ওয়া রসূলুহ।*

অনুবাদ : যাবতীয় সম্মান, যাবতীয় উপাসনা ও যাবতীয় পবিত্র বিষয় আল্লাহ্‌র জন্য। হে নবী! আপনার উপরে শান্তি এবং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও বরকত সমূহ নাযিল হউক। শান্তি বর্ষিত হউক আমাদের উপর ও আল্লাহ্‌র সৎকর্মশীল বান্দাগণের উপর। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল’।

(খ) দরূদ :

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ- اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ-

উচ্চারণ : *আল্ল-হুম্মা ছল্লে ‘আলা মুহাম্মাদিঁউ ওয়া ‘আলা আ-লে মুহাম্মাদিন কামা ছল্লায়তা ‘আলা ইবর-হীমা ওয়া ‘আলা আ-লে ইব্‌র-হীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। আল্ল-হুম্মা বা-রিক ‘আলা মুহাম্মাদিঁউ ওয়া ‘আলা আ-লে মুহাম্মাদিন কামা বা-রক্‌তা ‘আলা ইব্‌র-হীমা ওয়া ‘আলা আ-লে ইব্‌র-হীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।*

অনুবাদ : ‘হে আল্লাহ! তুমি অনুগ্রহ বর্ষণ কর মুহাম্মাদ ও মুহাম্মাদের পরিবারের উপর, যেমন তুমি অনুগ্রহ বর্ষণ করেছ ইবরাহীম ও ইবরাহীমের পরিবারের উপর। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসিত ও সম্মানিত। হে আল্লাহ! তুমি বরকত নাযিল কর মুহাম্মাদ ও মুহাম্মাদের পরিবারের উপর, যেমন তুমি বরকত নাযিল করেছ ইবরাহীম ও ইবরাহীমের পরিবারের উপর। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসিত ও সম্মানিত’।

(গ) দো‘আয়ে মাছূরাহ :

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِيْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدَكَ وَارْحَمْنِيْ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ-

উচ্চারণ : *আল্ল-হুম্মা ইন্নী যলামতু নাফ্‌সী যুলমান কাছীরাঁও অলা ইয়াগ্‌ফিরুয যুনূবা ইল্লা আন্‌তা, ফাগ্‌ফিরলী মাগফিরাতাম মিন ‘ইনদিকা ওয়ারহাম্‌নী ইন্নাকা আন্‌তাল গফূরুর রহীম’।*

অনুবাদ : ‘হে আল্লাহ! আমি আমার নফসের উপরে অসংখ্য যুলুম করেছি। ঐসব গোনাহ মাফ করার কেউ নেই তুমি ব্যতীত। অতএব তুমি আমাকে তোমার পক্ষ হ’তে বিশেষভাবে ক্ষমা কর এবং আমার উপরে অনুগ্রহ কর। নিশ্চয়ই তুমি ক্ষমাশীল ও দয়াবান’। এরপর অন্যান্য দো‘আ সমূহ পড়তে পারেন।

(৮) সালাম : দো‘আয়ে মাছূরাহ শেষে প্রথমে ডাইনে ও পরে বামে *‘আসসালামু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লাহ’* (আল্লাহ্র পক্ষ হ’তে তোমাদের উপর শান্তি ও অনুগ্রহ বর্ষিত হৌক!) বলে সালাম ফিরাবে। প্রথম সালামের শেষে *‘ওয়া বারাকা-তুহ’* (এবং তাঁর বরকত সমূহ) যোগ করা যেতে পারে। সালাম শেষে নিম্নোক্ত দো‘আ পাঠ করবে।-

আল্ল-হু আকবার (একবার সরবে)। আস্তাগফিরুল্লা-হ, আসতাগ্ফিরুল্লা-হ, আস্তাগ্ফিরুল্লা-হ (তিনবার)। অর্থ : আল্লাহ সবার চেয়ে বড়। আমি আল্লাহ্র নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

আল্ল-হুম্মা আন্তাস্ সালা-মু ওয়া মিন্কাস্ সালা-মু, তাবা-রক্তা ইয়া যাল জালা-লি ওয়াল ইক্রা-ম’ (হে আল্লাহ! তুমিই শান্তি, তোমার থেকেই আসে শান্তি। বরকতময় তুমি, হে মর্যাদা ও সম্মানের মালিক)।

উপদেশমালা

১. আল্লাহ মোদের প্রভু, তাঁকে লুকানো যায় না কভু।

২. মোদের কাজ দেখেন তিনি, মোদের কথা শোনেন তিনি।

৩. তাঁরই দয়ায় এসেছি দুনিয়ায়, তাঁরই কাছে ফিরব পুনরায়।

৪. জীবনের হিসাব নিবেন তিনি, জান্নাতের কাজ তাই করব আমি।

৫. শুভ কাজে বিসমিল্লাহ, শেষে বলি আলহামদুলিল্লাহ।

৬. সাত বছরে ছালাত পড়ি, নবীর হুকুম মেনে চলি।

৭. সদা সত্য কথা বলি, মিথ্যা বলা মহাপাপ।

৮. সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ।

৯. পিতা-মাতার সেবা করি, শিক্ষককে শ্রদ্ধা করি।

১০. গুরুজনের দো‘আ নেই, দুখীজনে দয়া করি ॥

سبحانك اللّٰهُمَّ وبحمدك أشهد أن لآ إلٰه إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، اللّٰهُمَّ
اغفرلى ولوالدىّ وللمؤمنين يوم يقوم الحساب-

*****